# ৩

# পিতা ঈশ্বর কে?

ঈশ্বর। কোন ব্যক্তি বা বস্তু তাঁহার চেয়ে বড় নয়। একমাত্র তাঁহারই সকল ক্ষমতা আছে। তিনি সব কিছুর উপরে।

"ঈশ্বর" শব্দটি যথাযথভাবে এক সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও মানুষ অনেক ভুল করে মানুষের তৈরি ধারনা দ্বারা পাথর, কাঠ এবং মাটির মূর্তি তৈরি করে তাহাকে উপাসনা করেছে। একমাত্র সত্তা হল ঈশ্বর; সকল সত্য উপাসনার তিনিই হলেন একমাত্র উপাস্য। অন্য কোন সত্তাকে উপাসনা করা, সে কাল্পনিক হোক আর জীবিতই হোক না কেন উহা হবে ভ্রান্ত উপাসনা।

যদি আমরা অল্প কথায় ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান ব্যাখ্যা করতে কোন বাক্য অনুসন্ধান করি তবে আমরা ১তীম ১:১৭ এর চেয়ে সহজ এবং মহান বাক্য আর কোথায়ও খুঁজে পাবনাঃ "যিনি যুগ-পর্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগ-পর্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক। আমেন।" ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য একটি সারসংক্ষেপ উদ্ধৃতি প্রাচীন ইস্রায়েলের দ্বারা বারবার উল্লেখিত হয়েছেঃ "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদা-প্রভু একই সদা-প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদা-প্রভুকে প্রেম করিবে" (দ্বিঃ বিঃ ৬:৪,৫)। ঈশ্বর কে সেই আলোকে, যীশুর দেয়া সমাধান সকলার হৃদয়ে গেঁথে রাখতে হবেঃ "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে" (মথি ৪:১০বি)।

সত্য ঈশ্বরকে বাক্যে তিন প্রকৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, তিনি হলেন এক, তবুও তিনি তিন– ঈশ্বর পিতা; ঈশ্বর পুত্র; এবং ঈশ্বর আত্মা। ঈশ্বর স্বরূপের তিন ব্যক্তিত্ব একে অপরের

সমান এবং প্রত্যেকেই অনন্তকালীন। প্রত্যেকেরই এক আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার, অনুভূতির, এবং ইচ্ছার প্রকাশ করে; যাইহোক সত্তায় এবং উদ্দেশ্যে এই তিন জন এক এছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ঈশ্বর এক তবুও তিন প্রকৃতিতে বর্তমান এই ধারনাকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলা হয় (প্রেরিত ১৭:২৯; রোম ১:২০; কল ২:৯)।[1] এই সত্যটি মানব বুদ্ধিমত্তার ঊর্ধ্বে- কিন্তু বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে নয়, কারণ ইহা সহজ ভাবে ঈশ্বরের বাক্যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমরা উহা বিশ্বাসে গ্রহণ করি- আমরা কল্পনায় পেয়েছি সেই জন্য নয়, উহা সত্য হতে পারে এই যুক্তিতে নয়, এবং আমাদের পৃথিবীর সর্বত্র অধ্যয়নে শিক্ষা পেয়েছি এই কারণেও নয়। আমরা এই সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করি এবং বিশ্বাস করি কারণ উহা ঈশ্বর নি:শ্বসিত বাক্যের মাধ্যমে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ঈশ্বরই পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই ধারনা সরাসরি বাক্যে পাওয়া যাবেনা, কিন্তু ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যাবে। পুরাতন নিয়মের লেখায় যাহা ঈশ্বর স্বরূপের ধারনা প্রকাশ করেছে ঈশ্বরের নামের মাধ্যমে, যাহা হল ইব্রীয় শব্দ "এলোহীম" (Elohim) শব্দটি বহু বচন। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য লেখায় বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে- যেমন আদি ১:২৬, যাহাতে বলেছে, "আমরা আমদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি ..."[2]

নতুন নিয়মে আমরা ঈশ্বর-স্বরূপের তিন সদস্যের কথা দেখতে পাই। যীশুর বাপ্তিস্মের সময়, তাঁহার উপরে পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় নামিয়া আসল, সেই সাথে পিতার বাণী ঘোষণা করা হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,..." (মথি ৩:১৭)। যখন আমাদের প্রভু তাঁহার শিষ্যদের প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন তিনি পবিত্র আত্মা প্রেরণ করবেন, তিনি তখন আত্মাকে, ঈশ্বরকে এবং তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য করেই তাহা

[1]তিনটি গ্রীক শব্দ যাহাকে "ঈশ্বর স্বরূপ" অনুবাদ করা যায় উহা বাক্যে একবার করে তিনটি পদে উল্যেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ১৭:২৯; রোম ১:২০; কল ২:৯; KJV)।
[2]অন্য তিনটি উদাহরন পাওয়া যায় আদি ৩:২২; ১১:৭; যিশাইয় ৬:৮।

**বলেছিলেনঃ** "যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন" (যোহন ১৫:২৬)।

**মানব উদ্ধারে ঈশ্বর-স্বরূপের তিনটি সদস্যই যুক্ত ছিল। পিতর লিখেছেন,** "পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত প্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন ..." (১পিতর ১:২)। **ঈশ্বর-স্বরূপের দেখা, আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনায়ও দেখতে পাই, কারণ পৌল বলেছেন যে,** "যীশুর দ্বারা এক আত্মায়, পিতার নিকট উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি" (ইফি ২:১৮)।

**মহা আজ্ঞায় বাপ্তিস্মকে তিন নামের সমন্বয়ে দেয়া হয়েছেঃ** "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৯,২০)।

বাইবেলের সর্বত্র পিতা ঈশ্বরকে পুরুষ বাচক ব্যক্তি সর্বনামের দ্বারা উল্লেখ করেছে ("তিনি" অর্থাৎ পুরুষ বাচক)। তিনি হলেন পিতা, সৃষ্টি কর্তা, জিহোবা, সর্ব শক্তিমান, এবং ঈশ্বর প্রভু। তিনি ঈশ্বর-স্বরূপের তিন জনের মধ্যে সর্বদা প্রথমে উল্লেখ থাকেন। বাইবেল তাঁহাকে সকল প্রজ্ঞার, ক্ষমতার, প্রেমের, দয়ার এবং বিচারের ঊর্ধ্বে দেখিয়েছে। যিনি অভিপ্রায় করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী এবং সার্বভৌম শাসন কর্তা সকল ক্ষমতা এবং অধিকারের উপরে। তিনি তাহাদের পিতা যাহারা তাঁহাকে উপাসনা করে এবং তাঁহার বাধ্য থাকে। তাঁহাতেই মানুষ সহ সমস্ত সৃষ্টি জীবিত থাকে চলাফেরা করে এবং অস্তিত্ব বজায় থাকে (প্রেরিত ১৭:২৮)।

একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে সকল মানুষের, জাতির এবং কুলের উচিৎ ঈশ্বরকে উপাসনা করা। তাঁহার সাক্ষাতে একমাত্র যীশুর মাধ্যমেই উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে। আমরা তাঁহার কাছে জীবিত হোক আর মৃত হোক কোন দূতের, সাধুদের, অথবা অন্য কোন

লোকের মাধ্যমে উপস্থিত হতে পারি না; অতীতে তাহারা যতই সাধু থাকুন না কেন অথবা বর্তমানে আছেন না কেন। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ-কারী হলেন যীশু (১তীম ২:৫)। পিতার নিকটে আসার জন্য মানুষের একটি মাত্র পথ আছে, আর তাহলো যীশু। যীশু বলেছেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)।

ঈশ্বর-স্বরূপের দ্বিতীয় সদস্য হল প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহার মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবী ও মনুষ্য নির্মাণ করেছেন (কল ১:১৬)। মনুষ্যদের সাথে সম্পর্কে তাঁহাকে মনুষ্য পুত্র বলা হয়েছে; ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে তাঁহাকে "ঈশ্বরের পুত্র" বলা হয়েছে। তিনি ঈশ্বর স্বরূপের একমাত্র সদস্য, যিনি মানুষের দেহ নিয়ে সশরীরে এই পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন। তিনি মানব জাতির উদ্ধার কর্তা এবং রক্ষাকর্তা। সকলার উচিৎ তাঁহার উপাসনা করা এবং প্রশংসা করা। তিনি এক মাধ্যমের ব্যবস্থা করেছেন যাহা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী উপাসনায় পিতার সাক্ষাতে আসতে পারে।

> এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল— নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন (ফিলি ২:৯-১১)।

ঈশ্বর স্বরূপের তৃতীয় সদস্য হল পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের মত তাহারও একই প্রকৃতি এবং একই রূপ আছে। তাঁহাদের মতই তিনিও ব্যক্তি (personal) সর্বনামে উল্লেখিত হয়েছেন, এবং তাহাকে পুরুষ বাচক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে (তিনি "He")। অন্য দুই ঈশ্বর-স্বরূপের সদস্যদের সাথে যখনই তাহাকে উল্লেখ করা হয়েছে তখনই তিনি সর্বদা শেষে তৃতীয় স্থানে উল্লেখিত হয়েছেন। মানুষ যাহার দ্বারা পরিচালিত এবং নির্দেশিত হবে নতুন নিয়ম তাহাকে সেই মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছে। বাক্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের সাহায্যকারী। তিনি পুরাতন ও নতুন নিয়মকে ঈশ্বর-

নিঃশ্বসিত করেছেন; এই জন্য বাক্যকে "আত্মার খড়গ" নামে উল্লেখ করা হয়েছে (ইফি ৬:১৭), তাঁহার হাতিয়ার যাহা তিনি তাঁহার কার্য্য সাধনে ব্যবহার করেন। যাহারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছেন তিনি তাহাদের মধ্যে থাকেন (বসবাস করেন) (১করি ৬:১৯,২০)।

এই তিনজনই চিরন্তন এবং ঈশ্বর-স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। যেখানে তাঁহাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা জানিনা, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে উহারা প্রত্যেকেই বর্তমান এবং তিন জন মিলে মহিমান্বিত ত্রিত্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁহারা একত্রে মিশে এক হিসেবে বর্তমান আছেন। তাঁহারা চিরন্তন, বিশেষ ধরনের এবং সমস্ত সৃষ্টি হতে পৃথক, এবং তাঁহারা ইচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যে এক।

ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিত্ব ছাড়া আমরা পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে আর কি জানি? সাধারণ ভাবে, বাইবেল তাঁহার সম্পর্কে এক মহৎ সত্য প্রকাশ করেছেঃ তিনি একমাত্র সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর, এবং সকলকে উক্ত মর্যাদা অনুসারে তাঁহারই উপাসনা করতে হবে। দৃঢ় ভাবে এই সত্য যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাহা বাদ দিয়ে বা না দেখতে পেয়ে, কেহই পুরাতন ও নতুন নিয়ম পড়তে পারে না।

আসুন আমরা "ঈশ্বর পিতা কে?" এই প্রশ্নের আরও আলোচনা করি।

## আমাদের সৃষ্টিকর্তা

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব কিছু তৈরি করেছেন, এবং সব কিছুর মালিক। তিনি তৈরি করেন নাই অথবা সৃষ্টির অনুমতি দেন নাই, সকল সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছুই নেই।

মানব জাতি এবং পৃথিবী হঠাৎ করে উৎপত্তি হয় নাই; ঈশ্বরের কৃপার হস্ত উহাদের সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তারিখ নিয়ে কেন আমাদের কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করা উচিৎ নয়। পৃথিবীর আশ্চর্য জনক আরম্ভ হয়েছিল; তাই ইহার সত্যিকারের বয়সের চেয়ে বেশি পুরাতন দেখতে মনে হয়। ঈশ্বর

সৃষ্টি করেছেন, কোন না কোন ভাবে পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী হিসেবে। তিনি মানুষকে বোকা বানাতে চাহেন নাই; কিন্তু মানুষের বসবাসের জন্য তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী সৃষ্টি করতে হয়েছে।

তিনি আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথম স্বামী-স্ত্রী, পূর্ণ বয়স্ক, শিশু হিসেবে নয়। আপনি এবং আমি যদি সেই দিন যে দিনে তিনি তাহাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমাদের কাছে তাহাদেরকে দেখতে লাগত ঠিক বিশ বছরের স্বামী-স্ত্রীর মত; কিন্তু তাহাদের ঐ মুহূর্তেই কেবল মাত্র জীবন দান করা হয়েছিল। অনুরূপ পৃথিবীকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পরিপূর্ণ গাছপালা, পানি, বায়ু, এবং জীবন ধারণযোগ্য মাটি সহকারে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এই সত্য হতে এখন অন্য সত্যের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারি, যাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। সেগুলি কি কি?

*তিনি সমস্ত অস্তিত্বের পশ্চাতে আছেন।*

বিদ্যমান সবকিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ যাহা ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর হলেন প্রথম এবং সবচেয়ে বড় অস্তিত্ব। বাদবাকি সবকিছুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট অথবা তাঁহার অধিকারের দ্বারা অনুমিত সৃষ্টি, অতএব উহা ঈশ্বর নয়।

*তিনি অনন্তকালীন/চিরজীবী।*

> পর্বতগণের জন্ম হইবার পূর্বে, তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দিবার পূর্বে, এমন কি, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর। (গীত ৯০:২)।
>
> কিন্তু তুমি যে সেই আছ, তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না (গীত ১০২:২৭)।

ঈশ্বরের কোন আরম্ভ ছিলনা এবং তাঁহার শেষও নেই। তিনি কালের পূর্বে ছিলেন, অনন্ত সন্ধিক্ষণে কালের সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরজীবী অস্তিত্বের একজন যাহার কাছে অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ যেন কালের এক মুহূর্ত মাত্র। অনন্তকালে এখন তিনি

চিরজীবী আছেন। তিনি বর্তমানকে যেমন পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেয়ে থাকেন ঠিক তেমনি ভাবে অতীত এবং ভবিষ্যৎকেও পরিষ্কার দেখতে পেয়ে থাকেন। তিনি অনন্তকাল ছিলেন এবং তিনি অনন্তকাল থাকবেন।

*তিনি সর্বশক্তিমান।*

"হা, প্রভু সদা-প্রভু! দেখ, তুমিই আপন মহা-পরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই" (যির ৩২:১৭)।

"দেখ, আমিই সদা-প্রভু সমুদয় মর্ত্যের ঈশ্বর; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে?" (যির ৩২:২৭)।

তিনি তাঁহার প্রকৃতির সাথে সব কিছুই করতে পারেন। অবশ্য তিনি অধার্মিকদের পক্ষপাত করতে পারেন না, এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারেন না, কারণ তিনি হলেন ধার্মিক (হবক ১:১৩)। তিনি তাঁহার নিজের প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারেন না কারণ তাঁহার সত্যবাদিতা (২তিম ২:১৩), কারণ তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না (তীত ১:২)। তাঁহার প্রকৃতির সাথে মিল রেখে তিনি সব কিছুই করতে পারেন। কোন কিছুই তাঁহার কাছে কঠিন নয়।

*তিনি সবজান্তা/সবকিছু জানেন।*

"সদা-প্রভু কহেন, আমি কি নিকটে ঈশ্বর, দূরের কি ঈশ্বর নহি? সদা-প্রভু কহেন, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদা-প্রভু কহেন" (যির ২৩:২৩,২৪)।

সদা-প্রভুর চক্ষু সর্বস্থানেই আছে, তাহা অধম ও উত্তমদের প্রতি দৃষ্টি রাখে (হিতো ১৫:৩)।

তাৎক্ষনিক ভাবে তিনি সবকিছু জানতে পারেন, সঠিক ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবেই পারেন। তাঁহাকে কোন কিছুই শিখতে হয় না। তাঁহার কোন মন্ত্রণা দাতার, কোন শিক্ষকের, এবং কোন তথ্যের

প্রয়োজন হয় না, জানা যায় এমন সব কিছুই তিনি জানেন।

*তিনি সর্বত্র উপস্থিত।*

> "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি, সেখানে তুমি; যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি, যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি, সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। যদি বলি, 'আঁধার আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবে, আমার চারিদিকে আলোক রাত্রি হইবে,' বাস্তবিক অন্ধকারও তোমা হইতে গুপ্ত রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দেয়; অন্ধকার ও আলোক উভয়ই সমান" (গীত ১৩৯:৭-১২)।

> "... অথচ তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে নহেন; কেননা তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা ..." (প্রেরিত ১৭:২৭,২৮)।

আমরা যেখানেই যাই, ঈশ্বর সেখানেই আছেন। আমরা তাঁহার কাছ থেকে নিজেদের লুকাতে পারিনা অথবা তাঁহার সর্বদর্শী চোখ থেকে কিছুই লুকানো যাবে না। কোন প্রকার দূরত্ব অথবা অন্ধকার আমাদেরকে তাঁহার সাক্ষাৎ হতে দূরে সরাতে পারেনা।

*তিনি একমাত্র সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর।*

তিনি জীবন্ত (মথি ১৬:১৬), এবং তিনি সত্য (১থিষ ১:৯)। একজন পুত্রকে তাহার পিতার মত দেখতে লাগতে পারে, মনুষ্য কোনো না কোন ভাবে আমাদের সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরের মতই। মনুষ্যদের মত, ঈশ্বর দেখতে পান, শুনতে পান, কথা বলেন, অনুভব করেন, ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ক্রিয়া করেন। যাইহোক না কেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় না; তিনি আত্মা যিনি একই সময়ে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারেন (যোহন ৪:২৪)।

তবে, কে এই ঈশ্বর পিতা? তিনি চিরন্তন অস্তিত্ব এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতিতে তিনজন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বত্র বিরাজমান।

যেহেতু ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুই তাঁহারই, এবং তিনি আমাদের উপাসনা পাবার যোগ্য। সমস্ত বস্তুগত জিনিস

তাঁহারই অধিকার, পৃথিবীর সকল প্রাণী তাঁহারই, এবং পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁহারই। তাঁহাকে উপাসনা এবং সেবা করা আমাদের যথার্থ। যদি আমরা অন্য কোন দেবতার উপাসনা অথবা সম্মান করি তবে আমরা মিথ্যাকে উপাসনা এবং সেবা করে থাকি।

## আমাদের যোগান দাতা

ঈশ্বর শুধুমাত্র এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বর্তমানে তিনি উহার রক্ষা করতেছেন। তিনি উহা ধরাশায়ী থেকে রক্ষা করেন, ভেঙ্গে যাওয়া থেকে অথবা তিনি যেভাবে চেয়েছেন তাঁহার সেই ইচ্ছার বিপরীত কাজ থেকে উহাকে রক্ষা করেন (কল ১:১৬,১৭)।

এই ঘটনা যুক্তিতে এবং প্রকাশনায় প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের যৌক্তিক চিন্তা আমাদের বলে দেয় যে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যথাক্রমে উহাকে রক্ষাও করতেছেন। এই পৃথিবীর কোন কিছুই নিজে নিজে রক্ষা পাইতেছে না। এটা নিশ্চিত যে কোন এক শক্তিধর হস্ত ইহাকে একত্রে ধরে রেখেছে। এমনকি মানুষ নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। সে তাহার নিশ্বাসের বায়ু, পানীয় জল, অথবা সূর্যের আলো যাহা তাহার অতি প্রয়োজন তাহা তৈরি করতে পারে না। সে সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর উপরে নির্ভরশীল যেমনটি হবার তেমন ভাবেই নির্ভর করে আছে।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশিত সাক্ষ্য হল যে ঈশ্বর পৃথিবীকে রক্ষা করতেছেন। আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে, তিনি গতির প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করে দিয়েছেন যাহা দ্বারা এই পৃথিবী চলতেছে।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সেই সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক" (আদি ১:১৪)।

> "ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।

আর যাবতীয় ভূচর পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল" (আদি ১:২৯,৩০)।

প্রাকৃতিক নিয়মের রক্ষা করা ছাড়াও তিনি তাঁহারই ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা মহা বিশ্বকে রক্ষা করতেছেন এবং ইহার সাথে যুক্ত অন্যান্য শক্তিও।

"কেবলমাত্র তুমিই সদা-প্রভু; তুমি স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তাহার সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তথাকার সমস্ত এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত নির্মাণ করিয়াছি, আর তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছে, এবং স্বর্গের বাহিনী তোমার কাছে প্রণিপাত করে" (নহি ৯:৬)।

**বিশেষ করে, তিনি মনুষ্য এবং পশুদের রক্ষা করেনঃ** "তোমার ধর্মশীলতা ঈশ্বরের পর্বতসমূহের তুল্য, তোমার শাসন সকল মহা-জলধিস্বরূপ; সদা-প্রভু, তুমি মনুষ্য ও পশু রক্ষা করিয়া থাক" (গীত ৩৬:৬)। **তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবকে খাদ্য দান করেনঃ** "তিনি পশুকে তাহার খাদ্য দেন, দাঁড়কাকের শাবকদিগকে দেন, যাহারা ডাকিয়া উঠে" (গীত ১৪৭:৯)। **তিনি আকাশের পক্ষীদের রক্ষা করেন** "আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?" (মথি ৬:২৬); "দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না" (মথি ১০:২৯)। **তিনি এই পৃথিবীর সকল জাতিকে শাসন করেনঃ** "তিনি জাতিগণকে বাড়ান, আবার বিনাশ করেন, জাতিদিগকে প্রসারিত করেন, আবার লইয়া যান" (ইয়োব ১২:২৩)। **তিনি ধার্মিকদের রক্ষা এবং আশীর্বাদ করেনঃ** "অধর্মচারীগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে; দুষ্টদের শেষ ফল উচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু ধার্মিকদের পরিত্রাণ সদা-প্রভু হইতে, তিনি সংকটকালে তাহাদের দৃঢ় দুর্গ" (গীত ৩৭:৩৮,৩৯); "কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত আছে" (মথি ১০:৩০)। **যাহারা তাঁহার কাছে আসবে এবং তাঁহার বাধ্য হবে তিনি তাহাদের অনন্ত-জীবন দান করবেনঃ** "আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে; আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না" (যোহন

১০:২৭,২৮)।

পৃথিবীর অধিকাংশ শহরেই উহার জনগণের জন্য কোন না কোন প্রকার যাতায়াতের পদ্ধতি আছে। যে সকল যানবাহন এই পদ্ধতির সৃষ্টি করে সেই সকল যানবাহনের প্রতি অবশ্যই যত্ন নেয়ার প্রয়োজন হয়। যদি তাহারা উহাকে, মোবিল পরিবর্তন করে, ভাঙ্গা যন্ত্রাংশ মেরামত করে, এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে চলাচলের যোগ্য করে না রাখে, তবে অতি শীঘ্রই উহারা রাস্তার পাশে পড়ে থাকবে। সমস্ত ধরনের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে এমন কোন যন্ত্র আছে বলে আমরা জানিনা যাহার কোন প্রকার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। পৃথিবী হল বিশাল এক যন্ত্রের মত। উহার যত্নের এবং সরবরাহের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, এবং বাইবেল বলে যে, উহা স্বর্গীয় ঈশ্বর কর্তৃক যথাযথ স্থানে বর্তমান আছে (ইব্রীয় ১:৩)।

আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহের জন্য এবং যত্ন নেয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কতইনা কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কাহারও সন্দেহ করা উচিৎ নয় যে ঈশ্বরের উপস্থিতি মানব কল্যাণের জন্য (প্রেরিত ১৪:১৭), কারণ তিনি মন্দ এবং ভালো উভয়ের উপরেই সূর্যকে উঠিয়ে থাকেন (মথি ৫:৪৫)। ইহা সকলার কাছে প্রমাণিত কাহিনী যে যিনি তাঁহাকে সেবা করবেন তিনি তাহার কাছ থেকে কোন উত্তম বিষয় দূরে সরিয়ে রাখবেন না যিনি বিশ্বস্ত জীবন যাপন করবেন (গীত ৮৪:১১; রোম ৮:২৮)।

## আমাদের ত্রাণ কর্তা

ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ কর্তা, আমাদের উদ্ধার কর্তা। তিনি ভালোবাসেন এবং পাপ হতে আমাদের রক্ষা করতে চাহেন। একমাত্র তাঁহারই কাছে আমাদের অনন্তকালীন প্রত্যাশা আছে।

আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম ব্যাখ্যাকরণ অতি জটিল। ইহা আমাদের জানা কোন মানুষের প্রেমের চেয়েও অনেক বড় কিছু।

যদিও সকলে পাপ করিয়াছে এবং নিজের ইচ্ছায় নিজেদেরকে তাঁহার কাছ থেকে আলাদা করেছে, তিনি তাহাদের রক্ষা করার জন্য অনুসন্ধান করেন। তিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিত্রাণ তুলে ধরেছেন, তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আমাদের পাপের জন্য চূড়ান্ত বলি উৎসর্গ করেছেন।

ঈশ্বর, সম্পূর্ণ ধার্মিক হওয়ার কারণে আমাদের পাপ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন না। আমরা অনন্তকালীন মৃত্যু ভোগ না করে আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করতে পারিনা। ঈশ্বর যীশুকে আমাদের পাপের শাস্তি গ্রহণ করতে ক্রুশে প্রেরণ করলেন। তাঁহার পরিত্রাণের সংবাদ গ্রহণ এবং মান্য করার মাধ্যমে যে কেহ তাঁহার কাছে আসবে সে যীশুর মৃত্যুর দ্বারা প্রাপ্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। তাই বাইবেল ঈশ্বরকে বর্ণনা দেয় আমাদের উদ্ধার কর্তা হিসেবে (তীত ১:৩), ঠিক যেমন উহা যীশুকে আমাদের উদ্ধার কর্তা হিসেবে বর্ণনা করে (তীত ২:১৩)। ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের পরিকল্পনা পৃথিবীর গোঁড়া পত্তনের পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন (১পিত ১:২০)। এখন তিনি প্রেমে তাঁহার কথা শোনার জন্য, জীবন যাপন পরিবর্তনের জন্য এবং তাঁহার দেয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষায় আছেন (২পিত ৩:৯)।

মনে করুন একজন বালকের খারাপ পিতা আছে। তাহার পিতা তাহার সাথে সর্বদা ধমক ছাড়া কথা বলেন না। যখনই বালকটি কোন ভুল করে তাহার পিতা তাহাকে মারধর করেন। এই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘদিন জীবন যাপন করায় সে তাহার পিতাকে কড়া বিচারক হিসেবে দেখতে লাগল, একজন প্রেমী পিতা হিসেবে নয়। সে তাহার পিতাকে ভয় পায়, ভালোবাসেনি। এমনকি সে তাহার পিতার উপস্থিতি পছন্দ করে না। যখনই সে "পিতা" শব্দটি শুনতে পায় তখনই সে চড় অথবা মারধর খাবার কথা কল্পনা করে। এই হতভাগ্য বালকটি বাক্যে উল্লেখিত "পিতা" শব্দের সুন্দর অর্থ কোন দিনই বুঝতে পারবেনা।

অনেক মানুষ ঈশ্বর শব্দের মধ্যে একই অনুভূতি পেয়ে থাকেন।

তাহারা তাহাদের সারা জীবন শিক্ষা পেয়েছেন ঈশ্বরকে একজন বিচারক হিসেবে যিনি তাহাদের জন্য অপেক্ষায় থাকেন দেখেন কে কখন অন্যায় করে, যেন তিনি তাহাকে নরকে পাঠিয়ে শাস্তি দিতে পারেন। যীশু ঈশ্বরকে আমাদের পিতা হিসেবে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যখন আমরা প্রার্থনা করব তখন যেন ঈশ্বরকে আমাদের "পিতা" বলে ডাকি (মথি ৬:৯)। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদেরকে উৎসর্গিত প্রেমের দ্বারা ভালোবাসেন (যোহন ৩:১৬)। আমাদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত প্রেমের চেয়ে বড় আর কোন প্রেম আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। তিনি আমাদের সহভাগিতা আশা পোষণ করেন এবং যখন আমরা তাঁহার বাধ্য হব তখন তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন (যোহন ১৪:২৩)। যদি আমরা তাঁহার কাছ থেকে দূরে যাই, তিনি পুনরায় ক্ষমায়, প্রেমে আমাদের গ্রহণ করবেন, যখনই আমরা মন পরিবর্তন করে তাঁহার কাছে ফিরে আসব (লূক ১৫:১৯-৩২)।

কোন মানুষ আমাদের জন্য যাহা কিছু করতে পারে ঈশ্বর তাহারও অধিক পরিমাণে আমাদের করেছেন। আমরা তাঁহার মহান প্রেমের প্রতি উত্তরে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব? আমাদের উচিৎ তাঁহাকে প্রেম করা, তাঁহার বাক্য পালনের মাধ্যমে এবং একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করে। তাঁহার সাক্ষাতে সভয়ে এবং সম্মানের সহিত আমাদের গমনাগমন করা উচিৎ।

## আমাদের বিচারক

তিনি প্রেমী, দয়ালু পিতা, সেই সাথে তিনি আমাদের বিচারও করবেন। শেষ সময়ে তিনি হলেন সেই জন যাহার কাছে আমাদের সব কিছুর হিসাব দিতে হবে।

ইহাই যথার্থ বিশ্বাস যোগ্য যে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁহার কাছে অবশ্যই হিসাব দিতে হবে- এবং একটি কারণ নির্দেশ দেয় যে, বাইবেল সত্যতার ঘোষণা দেয় (প্রকাশ ২০:১২)। ঈশ্বর

কিভাবে আমাদের বিচার করবেন? তাঁহার বিচার হবে ব্যক্তিগত, যাহাতে প্রতিজন তাঁহার সাক্ষাতে হিসাব দিবেন (রোম ১৪:১২)। তাঁহার বিচার হবে বিস্তারিত ভাবে, সকলকে দায়ী করা হবে যে; কে কি বলেছে (মথি ১২:৩৬,৩৭), এবং কি করেছে (২করি ৫:১০)। তাঁহার বিচার হবে সার্বজনীন, সমস্ত জাতিকে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হতে হবে (মথি ২৫:৩২)।

ঈশ্বর আমাদের যীশুর মাধ্যমে বিচার করবেন। ধার্মিকতা হবে তাঁহার পরিমাপের মাপকাঠি (প্রেরিত ১৭:৩০,৩১), তাঁহার বিচার হবে চূড়ান্ত এবং অনন্তকালীন (মথি ২৫:৪৬)। তাঁহার রায় ঘোষণা দেয়ার পরে কোন প্রকার পুনর্বিবেচনা করা হবেনা।

এক গল্পে উল্লেখ আছে, একজন যুবক দুটি গাড়ীতে সংঘর্ষের কারণে আঘাত পেয়ে অচেতন হয়ে গাড়ীতে পড়েছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যুবককে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বেরকরে এনেছিল ঠিক গাড়িটির বিস্ফোরণে আগুন ধরে যাবার পূর্ব মুহূর্তে। উক্ত আগুনে যুবকটি পুড়ে মারা যেতে পারত।

তাহাকে উদ্ধার করার পরে যুবকটি যখন চোখ খুলল তখন সে সেই লোকটির মুখ দেখতে পেল যিনি তাহাকে উদ্ধার করেছিলেন। সে ঐ মুখটি কোন দিনই ভুলতে পারবেনা। যুবকটি দুর্ঘটনা থেকে সুস্থ হয়ে গেল, এবং অনেক বছর অতিবাহিত হল। যখন সে পূর্ণ বয়স্ক হল, তখন সে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হল। সে নিয়ম ভেঙ্গেছিল এবং তাহার দুষ্কর্মের জন্য গ্রেফতার হল। যখন তাহাকে বিচারের জন্য বিচারকের সম্মুখে আনিত হল, সে অবাক হয়ে গেল; কারণ সে তাহার বিচারককে চিনতে পারল, তিনি ছিলেন সেই লোক যিনি বহুবছর পূর্বে তাহার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। কোন প্রকার দ্বিধা না করেই সে চিৎকার করে উঠল, "মহামান্য আদালত, আপনি কি আমাকে চিনিতে পেরেছেন? আপনি আমাকে বহুবছর পূর্বে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি থেকে টেনে বের করে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।" বিচারক বিবেচনা পূর্বক বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমার স্মরণে আছে। যাহাকে রক্ষা করেছি তাহার মঙ্গল চেয়েছিলাম। আমি আনন্দিত

ছিলাম যে আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম যেন তুমি তোমার জীবন যাপন করতে পার। যাই হোক, তোমাকে বুঝতে হবে যে; বহু বছর পূর্বে আমি যখন গাড়ির ভিতর হতে তোমাকে বাহির করেছিলাম, তখন আমি তোমার 'উদ্ধার কর্তা' ছিলাম; কিন্তু আজ আমি তোমার 'বিচারক'।"

বাইবেলে ঈশ্বরকে আমাদের উদ্ধার কর্তা এবং আমাদের বিচারক হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তিনি তাঁহার পুত্রকে আমাদের পাপ হতে উদ্ধার করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ বলি দান করেছিলেন আমাদের রক্ষা করতে। আমরা যদি না শুনি তবে কি ঘটবে, যদি আমরা তাহার দেয়া পরিত্রাণ অবহেলা করি? তাঁহাকে আমাদেরকেই তখন দোষী করতে হবে, কারণ তিনি অনন্তকালীন বিচারক।

আমাদের জীবনে একটি প্রধান দায়িত্ব আছে। ঈশ্বর কে? তাহা অনুধাবন করে তাঁহার ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে আমাদের তাঁহার বশ্যতা গ্রহণ করতে হবে। তাঁহাকে সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে আমাদের উপাসনা করতে হবে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় বাক্য খুলে সতর্কভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি আমাদের শুধুই প্রেমী উদ্ধার কর্তা হতে চাহেন, বিচারক নয়।

## উপসংহার

ঈশ্বর সম্পর্কিত এই আলোচনায়, আমরা তাঁহার সম্পর্কে কোন প্রকার উক্তি না করে পারিনা। তাঁহার সম্পর্কে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একমাত্র যথাযথ প্রতিক্রিয়া হবে তাঁহাকে সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করা/স্বীকার করা এবং বিশ্বাসে ও বাধ্যতায় তাঁহাকে সেবা করা।

এক স্কুল শিক্ষক একদা তাহার ক্লাসকে বলেছিলেন, "দুজন রসায়ন বিদ, Karl Scheele সুইডেনের এবং ইংল্যান্ডের Joseph Priestley, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের দিকে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন।" তাৎক্ষনিক একটি ছোট্ট বালিকা হাত তুলে প্রশ্ন করেছিল, "তাহারা

অক্সিজেন আবিষ্কারের পূর্বে আমরা নিশ্বাসে কি গ্রহণ করতাম?" অবশ্যই শিক্ষককে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে অক্সিজেন সব সময়ই বায়ুমণ্ডলে ছিল, কিন্তু আমরা উহা জানতাম না অথবা এই রসায়নবিদ-গন আবিষ্কারের পূর্বে উহার কোন নাম ছিলনা।

আমাদের পৃথিবীতে দুই ধরনের বাস্তবতা/অস্তিত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছেঃ বাস্তবতা/অস্তিত্ব যাহা আমরা দেখতে পাই আমাদের চোখ দিয়ে এবং যাহা আমাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, এবং সত্য যাহা আমরা দেখতে পাইনা অথবা স্পর্শ করতে পারিনা। প্রথম সারির বাস্তবতা/অস্তিত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণিত, কারণ আমরা সর্বদা বস্তু নিয়ে কাজ করি বা ধরে নাড়াচাড়া করি। দ্বিতীয় সারির অস্তিত্ব আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমরা তাহাদের সম্পর্কে কম জানি। আমরা জানি তাহারা আছে, কিন্তু উহারা আমাদের চিন্তার পশ্চাতে থাকে। আমাদের মনে, আমরা জানি যে আমাদের বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ হল অক্সিজেন এবং আমরা উহা নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করে বাঁচতে পারিনা, কিন্তু আমরা উহা নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করিনা-আমরা শুধু নিশ্বাস গ্রহণ করেই থাকি। আমরা পেন্সিল সম্পর্কে অনেক বেশী জানি-অস্তিত্ব যাহা দেখতে পাই এবং তুলে ধরে উহা দ্বারা লিখতে থাকি-বায়ুর চেয়ে অনেক বেশী, যাহা অদৃশ্য অস্তিত্ব।

মূল বিষয় হলঃ আসল কথা হল যে কিছু অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাইনা এর অর্থ এই নয় যে উহাদের অস্তিত্ব নেই। উহা যাহা দেখা যায় ঠিক তাদের মতই বাস্তব যদিও আমরা উহাদের দেখতে পাইনা অথবা স্পর্শ করতে পারিনা।

সবচেয়ে বড় বাস্তব হল আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাইনা। আমরা আমাদের হাত দিয়ে তাঁহাকে স্পর্শ করতে পারিনা, তাঁহাকে কোন টেস্ট টিউবে করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারিনা, অথবা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারিনা; অথচ তিনি প্রধান বাস্তব বা অস্তিত্ব। তিনি হলেন সকল অস্তিত্বের বাস্তবতা, তাহা দেখা যাক অথবা দেখা না যাক।

একজন মিশনারি সত্যিকার ঈশ্বর সম্পর্কে কোন একদল লোকদের কিছু বললেন। তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার শক্তির কথা, তাঁহার প্রেমের কথা, তাঁহার প্রজ্ঞার কথা বললেন। একজন বৃদ্ধ লোক তাহার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে ছিলেন। কয়েক মিনিট পরে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ভাবে বললেন, "আমি জানতাম এই ঈশ্বর বর্তমান আছেন, কিন্তু এযাবৎ তাঁহার নাম আমি জানতাম না।"

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, উদ্ধারকর্তা, এবং বিচারকর্তা। যেকেহ ঈশ্বর আছেন তাহা অস্বীকার করেন, অথবা তাঁহাকে মান্য করতে ভুল করে এবং তাঁহার সেবা করেনা তবে তাহার করনীয় সকল ভুলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভুলটি তিনি করেছেন। ঐ ব্যক্তি তাহার সৃষ্টি কর্তাকে অবহেলা করেছেন, মহা বিশ্বের এবং মানুষের অস্তিত্বের পিছনের মহা সত্যকে তিনি অবহেলা করেছেন। এমন ভুল করবেন না। ঈশ্বরকে উপাসনা করতে হবে সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে; অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণিপাত করতে হবে।

ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন এবং তাঁহার পরিবারে আসার জন্য আহবান করতেছেন। তিনি চাচ্ছেন আপনি এই জীবনে তাঁহার সাথে গমনাগমন করুন। তিনি চাচ্ছেন যেন আপনি তাঁহার সাথে অনন্তকালে বসবাস করতে পারেন, সেই অনন্তকালের নগরে যাহাকে স্বর্গ বলা হয়।

## অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 277 পৃষ্ঠায়)

১। একটি মাত্র সত্তার জন্যই যথার্থ ভাবে "ঈশ্বর" শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কেন?

২। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন পদের উল্লেখ করুন যেখানে ঈশ্বর-স্বরূপের ধারনা প্রকাশ পায়।

৩। কিভাবে যীশুর বাপ্তিস্ম মানুষের উদ্ধারে, প্রার্থনায় কাজ করে এবং

মহা আজ্ঞার বাপ্তিস্ম সকলই ঈশ্বর এক অথচ তিন জন (ঈশ্বর-স্বরূপ) প্রমাণ করে?

৪। ঈশ্বরের কাছে আসতে একমাত্র কোন পথটি মনুষ্যদের জন্য দেয়া আছে?

৫। কোন পদ গুলি শিক্ষা দেয় যে, দূতগণের, সাধুদের, অথবা জীবিত অথবা মৃত: অন্য কোন লোকের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না?

৬। কিভাবে প্রভু যীশু উভয়ই "মনুষ্য পুত্র" এবং "ঈশ্বর পুত্র" হতে পারেন?

৭। যদিও অনেক কিছু ঈশ্বর-স্বরূপের সদস্য সম্পর্কে আমরা জানিনা কিন্তু অনেক কিছুই জানতে পারি। বাইবেলে এমন কি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে?

৮। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এই সত্য হতে কোন সত্য প্রবাহিত হয়েছে?

৯। ঈশ্বর যথাক্রমে তাঁহার পৃথিবীর জন্য এখনও কাজ করে যাচ্ছেন এ সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন ধরনের সাক্ষ্য আছে?

১০। ঈশ্বর কিভাবে আমাদের বিচার করবেন?

# বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

**প্রেরিতগনঃ** যীশুর দ্বারা মনোনীত বারোজন পুরুষ যাহারা তাঁহার বিশেষ সংবাদ বাহক ছিলেন (মথি ১০:২-৪)। যিহূদার মৃত্যুর পরে মত্তথিয়কে প্রেরিত পদ দেয়া হয়। (প্রেরিত ১:২৩,২৬)। পরবর্তীতে তাহাদের সাথে পৌলকে যুক্ত করা হয় (প্রেরিত ৯:১৫,১৬; ১তীম ২:৭)। যীশু আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁহার প্রেরিতদের দেয়া ঈশ্বর নি:শ্বসিত বাক্য প্রচার এবং শিক্ষা সকলকে মান্য করতে হবে (মথি ১৬:১৯)।

**বাপ্তিস্মঃ** গ্রীক শব্দ যাহার অর্থ "জলে নিমজ্জিত করা" ঈশ্বর পাপ ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্মের আদেশ দিয়েছেন (মথি ২৮:১৯,২০; রোম ৬:১-৪; প্রেরিত ২:৩৮; ৮:৩৬)।

**খ্রীষ্টিয়ানঃ** তিনি যিনি খ্রীষ্টের সু-সমাচারে বাধ্য হয়েছেন।

**স্বীকার করাঃ** যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাসের একটি বিবৃতি এবং তাঁহাকে উদ্ধার কর্তা ও প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা (প্রেরিত ৮:৩৭; রোম ১০:১০; ১তীম ৬:১২)।

**শিষ্যঃ** ছাত্র অথবা অনুসারী। প্রেরিত ১১:২৬ পদে যীশুর শিষ্যদের প্রথম বারের মত খ্রীষ্টিয়ান বলা হয়েছিল।

**সুসমাচারঃ** নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তক (মথি, মার্ক, লূক, যোহন) যাহাতে যীশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা লেখা আছে।

**মহাআজ্ঞাঃ** যীশু তাঁহার শিষ্যদের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে গিয়ে সু-সমাচার প্রচার করতে আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫,১৬)।

**মধ্যস্তকারীঃ** যিনি দুই জনের মাঝে থেকে কোন সমস্যার সমাধান করে থাকেন। যীশু ঈশ্বর পুত্র, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্তকারী, তিনি পাপ সমস্যার সমাধান করেছেন।

**ঈশ্বরের উপস্থিতঃ** মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যত্ন নেয়া এবং ভরন পোষণ করা। (যেখানে নতুন নিয়মে এইভাবে ব্যবহার করা হয় নাই, ইহা একটি বাইবেলের শিক্ষা, যেমন রোমীয় ৮:২৮ পদে আছে।)

**ত্রাণকর্তাঃ** যিনি "ক্রয় করে, ফিরিয়ে আনেন।" যীশুর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ক্রয় করেছেন, অথবা মানুষের নষ্ট আত্মার জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন।

**পরিত্রাণঃ** ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে থাকার পর পুনঃ ক্রয়কৃত হওয়া। খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক সময় পরিত্রিত বলে অভিহিত করা হয়।

**মনপরিবর্তনঃ** কাহারও চিন্তার পরিবর্তন করা তথা জীবন যাপন পদ্ধতি পরিবর্তিত করা।

**সাধুঃ** নতুন নিয়মের খ্রীষ্টিয়ান।

**পরিত্রাণঃ** পাপ হতে উদ্ধার; পরিত্রাণ একমাত্র যীশুর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

**উদ্ধারকর্তাঃ** কোন ভয় অথবা মৃত্যু হতে যিনি অন্যদের রক্ষা করেন। যীশু, আমাদের উদ্ধার কর্তা, আমাদের পাপ হতে এবং অনন্ত মৃত্যু হতে উদ্ধার করেছেন।